চন্দ্র প্রতিবন্ধক

প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল কি সঠিক ছিলেন যে জীবন চন্দ্রের নিচের একটি মণ্ডলে সীমাবদ্ধ? বিজ্ঞান কেন এটি পরীক্ষা করতে অবহেলা করেছে? এই রহস্যের একটি দার্শনিক অন্বেষণ।

মুদ্রিত হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪

CosmicPhilosophy.org
দর্শনের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে বুঝা

সূচিপত্র

১. জীবন সম্পর্কে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল কি সঠিক ছিলেন?

২. লেখক সম্পর্কে

❓ *“মহাকাশে পৃথিবী থেকে কতদূর পর্যন্ত জীবন ভ্রমণ করেছে?”*

৩. বিজ্ঞানের পরীক্ষা করতে অবহেলার রহস্য

৪. বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

🪐 বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এবং অ্যারিস্টটেলীয় পদার্থবিজ্ঞান থেকে রূপান্তর

👨‍🎓 Francis Bacon, Chen Ning Yang এবং Robert Mills

৫. নির্বাসন

👨‍🎓 দার্শনিক Giordano Bruno

৫.১. 🤐 সংবেদনশীল বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য নিষিদ্ধ

৫.২. 🤐 বিগ ব্যাং তত্ত্বে প্রশ্ন করার জন্য নিষিদ্ধ

👨‍🎤 বিজ্ঞান লেখক Eric J. Lerner

৬. উপসংহার

৭. আপডেট 2024

🤖 ২০২৪ সালে জিপিটি-৪ এআই: বিজ্ঞান এখনও চাঁদের বাইরে জীবন পাঠায়নি

🇮🇷 ইরান ডিসেম্বর ২০২৩-এ মহাকাশে প্রাণী পাঠিয়েছে

অধ্যায় ১.

জীবন সম্পর্কে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল কি সঠিক ছিলেন?

মহাকাশের বিশাল বিস্তৃতিতে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং চন্দ্রের কক্ষপথের বাইরে, একটি রহস্যময় প্রতিবন্ধক রয়েছে। একটি প্রতিবন্ধক যা হাজার হাজার বছর ধরে দার্শনিক বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে চন্দ্রের বাইরে জীবন অসম্ভব, কারণ তারা এটিকে জীবনের রাজ্য এবং স্থায়িত্বের রাজ্যের মধ্যে একটি সীমানা হিসেবে দেখতেন।

আজ, মানুষ মহাকাশে উড়ে গিয়ে মহাবিশ্ব অন্বেষণের স্বপ্ন দেখে। জনপ্রিয় সংস্কৃতি, স্টার ট্রেক থেকে আধুনিক মহাকাশ অভিযান উদ্যোগ পর্যন্ত, মহাজাগতিক ভ্রমণের স্বাধীনতার ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেন আমরা মৌলিকভাবে আমাদের সৌরজগৎ থেকে স্বাধীন। কিন্তু যদি প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল সঠিক হন?

যদি জীবন 🌞সূর্য-এর চারপাশের একটি অঞ্চলে আবদ্ধ থাকে, তার প্রভাব হবে বিস্ময়কর। মানবজাতি হয়তো দূরের নক্ষত্র বা গ্যালাক্সিতে যেতে অক্ষম হবে। পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করার পরিবর্তে, আমাদের হয়তো আমাদের গ্রহ এবং সূর্যকে জীবনের উৎস হিসেবে রক্ষা করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এই উপলব্ধি মহাবিশ্বে আমাদের স্থান এবং পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়াকে মৌলিকভাবে পুনর্গঠন করতে পারে।

মানুষ কি চন্দ্রের বাইরে যেতে এবং ✨নক্ষত্রগুলোতে পৌঁছাতে পারে? পৃথিবীর জৈব জীবন কি মঙ্গলে টিকে থাকতে পারে?

আসুন এই প্রশ্নটি **দর্শন** ব্যবহার করে অন্বেষণ করি, একটি শাস্ত্র যা দীর্ঘকাল ধরে অস্তিত্ব এবং মহাবিশ্বে আমাদের স্থান সম্পর্কে মানবতার গভীরতম প্রশ্নগুলি নিয়ে সংগ্রাম করেছে।

লেখক সম্পর্কে

লেখক, 🦋 GMODebate.org এবং 🔭 CosmicPhilosophy.org এর প্রতিষ্ঠাতা, 2006 সালের আশেপাশে ডাচ সমালোচনামূলক ব্লগ Zielenknijper.com এর মাধ্যমে তাঁর দার্শনিক যাত্রা শুরু করেন। তাঁর প্রাথমিক ফোকাস ছিল যা তিনি "মুক্ত ইচ্ছা বিলোপ আন্দোলন" হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন তার অনুসন্ধান। এই প্রারম্ভিক কাজ 🧬 বংশগতি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, এবং জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কিত দার্শনিক বিষয়গুলির একটি ব্যাপক অন্বেষণের ভিত্তি স্থাপন করে।

2021 সালে, লেখক জীবনের উৎস সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী নতুন তত্ত্ব বিকশিত করেন। এই তত্ত্ব প্রস্তাব করে যে জীবনের উৎস [1]) দৈহিক ব্যক্তি বা [2]) বাহ্যিকতা কোনোটির মধ্যেই ধারণ করা যায় না এবং অবশ্যই "যা বিদ্যমান ছিল তার থেকে অন্য" (আদিহীন ∞ অনন্ত) একটি প্রসঙ্গে থাকতে হবে। এই অন্তর্দৃষ্টি বিখ্যাত দর্শন অধ্যাপক ড্যানিয়েল সি. ডেনেট-এর সাথে "*মস্তিষ্ক ছাড়া চেতনা*" শীর্ষক একটি অনলাইন ফোরাম আলোচনায় মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়।

> ***Dennett:*** *"এটি কোনোভাবেই চেতনা সম্পর্কে একটি তত্ত্ব নয়। ... এটি এমন যেন আপনি আমাকে বলার চেষ্টা করছেন যে একটি গাড়ি লাইনের ইঞ্জিনে একটি নতুন স্প্রকেট প্রবর্তন শহর পরিকল্পনা এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"*
>
> ***লেখক:*** *"এটি বলা যেতে পারে যে* যা ইন্দ্রিয়ের আগে এসেছে তা মানুষের আগে এসেছে। *তাই চেতনার উৎসের জন্য দৈহিক ব্যক্তির পরিধির বাইরে দেখতে হবে।"*

এই দার্শনিক সফলতা লেখককে একটি সরল প্রশ্নে নিয়ে যায়:

"মহাকাশে পৃথিবী থেকে কতদূর পর্যন্ত জীবন ভ্রমণ করেছে?"

লেখকের বিস্ময়ের বিষয়, তিনি আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীর কোনো জীবন, প্রাণী, উদ্ভিদ, বা অণুজীব, কখনও চন্দ্রের বাইরে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা বা পাঠানো হয়নি। এই প্রকাশ চমকপ্রদ ছিল, মহাকাশ ভ্রমণে এবং মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনায় বড় বিনিয়োগ দেখে। বিজ্ঞান কীভাবে 🌞 সূর্য থেকে দূরে জীবন টিকে থাকতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করতে অবহেলা করতে পারে?

অধ্যায় ৩.

রহস্য

বিজ্ঞান কেন পরীক্ষা করেনি জীবন চন্দ্রের বাইরে যেতে পারে কিনা?

রহস্যটি আরও গভীর হল যখন লেখক আবিষ্কার করলেন যে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে জীবন চন্দ্রের নিচে একটি “সাবলুনারি স্ফিয়ার”-এ সীমাবদ্ধ। তাদের তত্ত্ব সূচিত করে যে চন্দ্রের বাইরে “সুপারলুনারি স্ফিয়ার”-এ জীবন থাকতে নাও পারে।

প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল কি কিছু একটা ধরতে পেরেছিলেন? 2024 সালেও এই প্রশ্নটি খারিজ করা যায় না এটাই উল্লেখযোগ্য।

অধ্যায় ৪.

বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, অনেক দিক থেকে, চন্দ্রের বাইরে জীবন থাকতে পারে না এই ধারণার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ ছিল। এই ধারণাটি অ্যারিস্টটেলীয় পদার্থবিজ্ঞান থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে রূপান্তরের ভিত্তিতে ছিল।

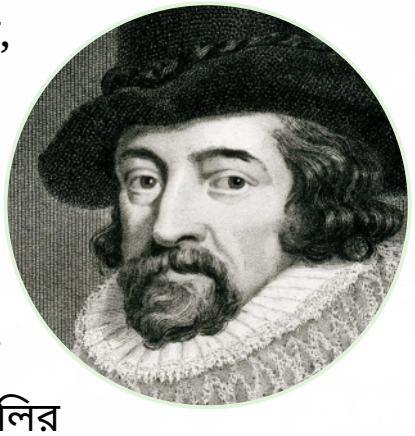

ফ্রান্সিস বেকন, বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব, সাবলুনারি এবং সুপারলুনারি স্ফিয়ারের মধ্যে অ্যারিস্টটেলীয় পার্থক্য প্রত্যাখ্যান করেন। দার্শনিক জিওর্দানো ব্রুনোও সাবলুনারি এবং সুপারলুনারি অঞ্চলের মধ্যে বিভাজনকে অবিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করেন। চেন নিং ইয়াং এবং রবার্ট মিলস-এর কাজের মতো নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আবিষ্কারের মাধ্যমে এই স্ফিয়ারগুলির মধ্যে পার্থক্যকে আরও চ্যালেঞ্জ করা হয়।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাস জুড়ে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের তত্ত্বের স্থায়িত্ব এর তাৎপর্য তুলে ধরে। এটি প্রশ্ন তোলে: আধুনিক বিজ্ঞান কেন পরীক্ষা করেনি জীবন চন্দ্রের বাইরে যেতে পারে কিনা, বিশেষ করে এখন যখন আমাদের এটি করার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা রয়েছে?

অধ্যায় ৫.

বিশ্বাস প্রশ্ন করার জন্য নির্বাসন

ইতিহাস জুড়ে, সক্রেটিস, অ্যানাক্সাগোরাস, অ্যারিস্টটল, হাইপাটিয়া, জিওর্দানো ব্রুনো, বারুচ স্পিনোজা, এবং আলবার্ট আইনস্টাইন-এর মতো দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা সত্যের প্রতি অটল আনুগত্য এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও মানদণ্ডকে চ্যালেঞ্জ করে জ্ঞানের অনুসরণের জন্য নির্বাসনের সম্মুখীন হয়েছেন, যেখানে অ্যানাক্সাগোরাসের মতো কেউ চন্দ্র একটি পাথর এই দাবি করার জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন, এবং সক্রেটিসের মতো অন্যরা প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

দার্শনিক জিওর্দানো ব্রুনোকে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের সাবলুনারি তত্ত্বকে প্রশ্ন করার জন্য অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল।

> ভার্জিল *(ঈনিড, VI.724–727)* সুপার- এবং সাবলুনারি অঞ্চলগুলিকে স্পিরিটাস দ্বারা অভ্যন্তরীণভাবে প্রাণবন্ত *হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, যা* জিওর্দানো ব্রুনো *এই প্রসঙ্গে* বিশ্বজনীন আত্মা *হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, এবং যোগ করেছিলেন যে সেগুলি* তাদের বিশাল ভরের মধ্যে ব্যাপ্ত একটি মন দ্বারা চালিত *হয়েছিল।*
>
> জিওর্দানো ব্রুনো *ছিলেন একজন* রেনেসাঁস দার্শনিক *যিনি* প্রভাবশালী অ্যারিস্টটেলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে *প্রশ্ন করেছিলেন এবং একটি মৌলিক তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন যা* অ্যারিস্টটলের সাবলুনারি তত্ত্বের *বিরোধিতা করে।* রোমান ইনকুইজিশন *তাঁর অপ্রচলিত বিশ্বাসের জন্য তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে।*

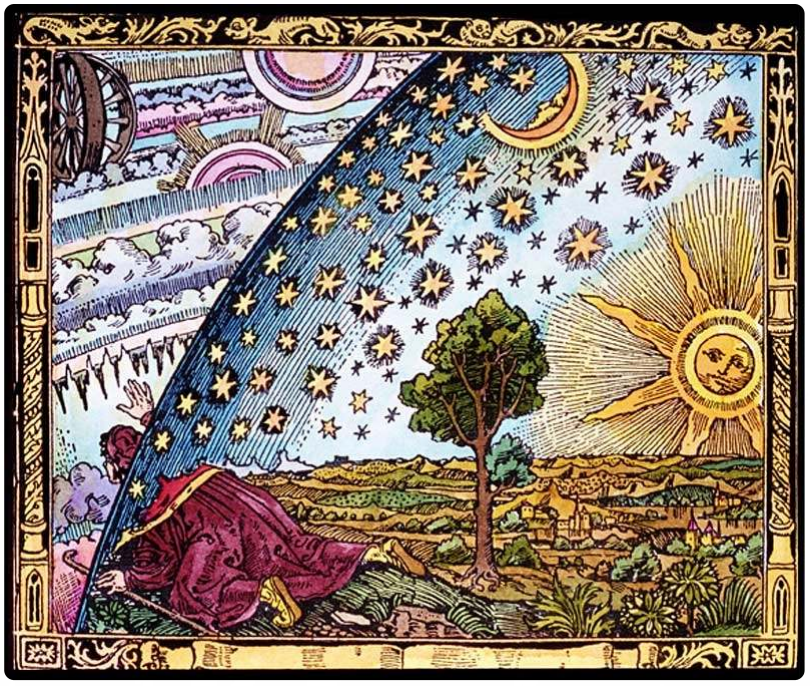

“১৮শ শতাব্দীর একটি কাঠের ছাপ যা ব্রুনোর প্রাচীন বিশ্বের বাইরের স্বপ্নগুলি চিত্রিত করে।”

🦋 GMODebate.org এর লেখক সংবেদনশীল বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য আধুনিক নির্বাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তিনি প্রায়শই নিষিদ্ধ হয়েছেন, যেমন উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বা বিগ ব্যাং তত্ত্বের সমালোচনা করার জন্য। এই নিষেধাজ্ঞাগুলি তার ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত জীবনেও প্রসারিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি রহস্যজনক ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন নিষেধাজ্ঞা এবং 🟢 মস বল নিষেধাজ্ঞার গল্প।

অধ্যায় ৫.২.

“বিগ ব্যাং তত্ত্বে”

প্রশ্ন করার জন্য নিষিদ্ধ

জুন ২০২১-এ, লেখক Space.com-এ বিগ ব্যাং তত্ত্বে প্রশ্ন করার জন্য নিষিদ্ধ হন। পোস্টটিতে আলবার্ট আইনস্টাইনের সম্প্রতি আবিষ্কৃত গবেষণাপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যা এই তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

> *বার্লিনে প্রুশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ আলবার্ট আইনস্টাইন যে রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়া গবেষণাপত্রগুলি জমা দিয়েছিলেন, সেগুলি ২০১৩ সালে জেরুজালেমে পাওয়া গিয়েছিল...*
>
> (2023) **আইনস্টাইনকে দিয়ে "আমি ভুল করেছিলাম" বলানো**
> সূত্র: onlinephilosophyclub.com

পোস্টটিতে, যেখানে কিছু বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যে বিগ ব্যাং তত্ত্ব ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করেছে, বেশ কয়েকটি চিন্তাশীল প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল। তবে, Space.com-এ সাধারণ রীতি অনুযায়ী শুধু বন্ধ করার পরিবর্তে এটি হঠাৎ করে মুছে ফেলা হয়। এই অস্বাভাবিক পদক্ষেপটি এর অপসারণের পিছনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

মডারেটরের নিজের বিবৃতি, "*এই থ্রেডটি তার গতিপথ শেষ করেছে। যারা অবদান রেখেছেন তাদের ধন্যবাদ। এখন বন্ধ করা হচ্ছে*", বিরোধাভাসভাবে একটি বন্ধের ঘোষণা করেছিল যখন আসলে সম্পূর্ণ থ্রেডটি মুছে ফেলা হয়েছিল। যখন লেখক পরে এই মুছে ফেলার সাথে বিনীতভাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন, প্রতিক্রিয়া আরও কঠোর ছিল - তার সম্পূর্ণ Space.com অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করা হয় এবং সমস্ত পূর্ববর্তী পোস্ট মুছে ফেলা হয়, যা প্ল্যাটফর্মে বৈজ্ঞানিক বিতর্কের প্রতি উদ্বেগজনক অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে।

সুপরিচিত বিজ্ঞান লেখক এরিক জে. লার্নার ২০২২ সালে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন:

>
> *"বিগ ব্যাং সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশ করা **প্রায় অসম্ভব** হয়ে উঠেছে।"*
>
> (2022) **বিগ ব্যাং ঘটেনি**
> সূত্র: দ্য ইনস্টিটিউট অফ আর্ট অ্যান্ড আইডিয়াস

শিক্ষাবিদদের নির্দিষ্ট গবেষণা করতে বাধা দেওয়া হয়, যার মধ্যে রয়েছে বিগ ব্যাং তত্ত্বের সমালোচনা।

অধ্যায় ৬.

উপসংহার

যদি জীবন 🌞 সূর্যের চারপাশের একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে প্রকৃতি, বাস্তবতা এবং মহাকাশ ভ্রমণ সম্পর্কে মানবতার বোধ মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হবে। এই উপলব্ধি অগ্রগতি এবং টিকে থাকার জন্য মানবতাকে একটি পথ দেখানোর জন্য নতুন দার্শনিক চিন্তাভাবনার আহ্বান জানায়। পৃথিবী থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার পরিবর্তে, মানবতা পৃথিবী এবং সম্ভবত জীবনের উৎস হিসাবে সূর্যকেও রক্ষা করার জন্য বিনিয়োগ করলে ভালো করবে।

এত দশক পরেও, বিজ্ঞান কেন চাঁদের বাইরে জীবন ভ্রমণ করতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করেনি? যদি প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল সঠিক হন - এবং চাঁদ একটি বাধা চিহ্নিত করে যা জীবন অতিক্রম করতে পারে না?

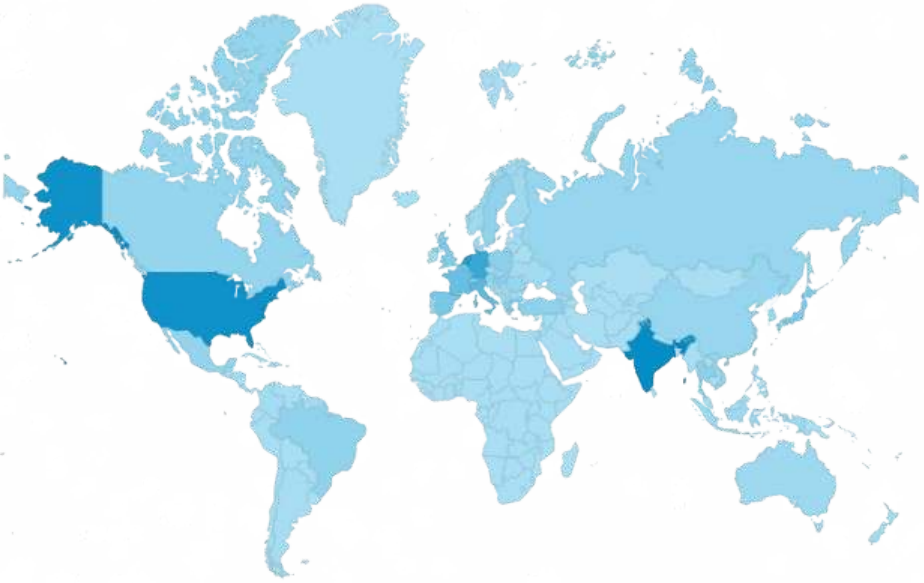

অধ্যায় ৭.

আপডেট 2024

২০২১ সাল থেকে, এই আপডেটের সময় থেকে তিন বছর আগে, এই প্রবন্ধটি e-scooter.co-এ ৯৯টিরও বেশি ভাষায় প্রমুখভাবে প্রচার করা হয়েছিল, যা একটি পরিচ্ছন্ন গতিশীলতার ওয়েবসাইট, যা গড়ে প্রতি সপ্তাহে ২০০টিরও বেশি দেশের মানুষ দেখেছেন। লঞ্চের এক বছরের মধ্যে বিশ্বের প্রতিটি দেশ থেকেই ওয়েবসাইটটি দেখা হয়েছিল।

প্রবন্ধটি ওয়েবসাইটের হেডারে প্রমুখভাবে প্রচার করা হয়েছিল এবং সমস্ত দর্শকদের জন্য দৃশ্যমান ছিল। ওয়েবসাইটটির স্পষ্টতই কিছু প্রভাব ছিল।

আশ্চর্যজনকভাবে, কিছুই পরিবর্তন হয়নি।

> *২০২৪ সালে জিপিটি-৪: "পৃথিবীর কোনো জীবন, প্রাণী, উদ্ভিদ বা অণুজীব, চাঁদের বাইরে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা বা পাঠানো হয়নি।"*

ডিসেম্বর ২০২৩-এ, 🇮🇷ইরান অজানা প্রাণী নিয়ে একটি বিশেষ ক্যাপসুল মহাকাশে পাঠিয়েছে। ইরান কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার প্রথম দেশ হবে?

> (2023) **ইরান প্রাণী বহনকারী একটি ক্যাপসুল মহাকাশে পাঠিয়েছে**
> সূত্র: Al Jazeera

এত দশক পরেও, বিজ্ঞান কেন 🌑 চাঁদের বাইরে জীবন ভ্রমণ করতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করেনি?

মহাবিশ্বের দর্শন

আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং মন্তব্যগুলি আমাদের সাথে
info@cosphi.org-এ শেয়ার করুন।

মুদ্রিত হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪

CosmicPhilosophy.org
দর্শনের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে বুঝা

© 2024 Philosophical.Ventures Inc.